দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 05 2002

জেলে থেকেই ছাত্রলীগের ৬ নেতা খুনের মামলার আসামী!

ংকর কুমার দে

এ যেন হিটলারের নাৎসী বাহিনীর নির্যাতন আর গোয়েবলসীয় মিথ্যাচারকে হার মানিয়ে দিয়েছে জোট সরকারের পুলিশী মামলার মিথ্যাচারকে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬ কেন্দ্রীয় নেতা ৫ খুনের মামলার আসামী হয়েছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায়। জোট সরকারের পুলিশ বাহিনীর সাজানো মামলার ভূতুড়ে কাণ্ডের এক নজিরবিহীন কাহিনী। যেসব খুনের মামলায় তাঁদের আসামী করা হয়েছে, তা শুনলে

(১-পৃষ্ঠা ১-এর ক: দেখুন)

জেলে থেকেই ছাত্রলীগের

(প্রথম পাতার পর)

রূপকথাকেও হার মানাবে। রাজধানীতে ছিনতাই কর
গিয়ে জনতার হাতে ধৃত হয়ে গণপিটুনিতে ছিনতাইব
নিহত হওয়ার মামলায় আসামী করা হয়েছে বাংলাে
ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি লিয়া
সিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম ব
সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, সহসভা
নাজমুল হাসান অনিক, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজ
ইসলাম তুহিন, কেন্দ্রীয় সদস্য স্বপন কর্মকারে
বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা এই ধরনের
খুনের সঙ্গে আদৌ জড়িত হতে পারে বলে
বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? বাস্তবে কিভাবে তা
হয়েছে তার বিবরণ শুনলে হিটলারের নাৎসী বা
থাকলে তারাও আজ লজ্জায় অধোবদন হতো।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিরোধীদ
নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন
সদন থেকে দেখা করে বেরিয়ে আসেন গত
ফেব্রুয়ারি। বিরোধীদলীয় নেত্রীর বাসভবন সুধা সদে
সামনে থেকেই তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয় গত
ফেব্রুয়ারী। কেন তাঁদের গ্রেফতার করা হলো,
তাঁদের অপরাধ? তাঁদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নে
সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন মামলা
থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতার করে নিয়ে আসে ৫৪ ধারায়।
ধারায় তাঁদের গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়ে
মাসের আটকাদেশ দেয়। উচ্চ আদালত তাঁ
আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে তাঁদের জামিন ম
করে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ জেল গেটে পৌঁছ
তাঁদেরকে নিয়ে আসা হয় মুক্তি প্রদানের জন্য জে
গেটে। জেল গেটে তাঁদেরকে আনার পর অজ্ঞাত কার
সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা তাঁদেরকে মুক্তি প্রদা
গড়িমসি শুরু করে। এক পর্যায়ে অনিক, তুহি
স্বপনকে কোন প্রকার কারও লিখিত আদেশ-নিে
ব্যতীতই তাদেরকে মুক্তির বদলে নিয়ে যাওয়া
ধানমণ্ডি থানায়। ধানমণ্ডি থানায় নিয়ে গিয়ে উপরে
নির্দেশে পুলিশ পুরনো দু'টি খুনের মামলার ডকেট
করে তাতে তাঁদের নাম ঢুকিয়ে দিয়ে খুনের মামল
আসামী করা হয়। অপর দিকে লিয়াকত, বাবু, রফিক
কোন প্রকার গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই জেল
থেকে কারাগারের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করা হ
এই ঘটনা গত ২৬ মার্চের। আদালতের নির্দেশে মু
পাওয়ার পর আবার আদালতের নির্দেশ ছাড়
তাঁদেরকে কিভাবে কারাভ্যন্তরে নিয়ে আটক করা হে
তার আইনী জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। জেল কে
লঙ্ঘনের এই প্রশ্নের জবাব কি? তারপর থেকেই শু
হলো মামলা সাজানোর রূপকথার কাহিনীর পালা। গ
২৭ মার্চে রমনা থানার একটি খুনের মামল
ফরোয়ার্ডিং পাঠানো হল লিয়াকত, বাবু, রফিকে
বিরুদ্ধে। একই দিনে একটি খুনের মামলায় ফরোয়া
পাঠানো হয় দু'টি। ফরোয়ার্ডিং দু'টি ভাল করে
দেখলে পুলিশী চালাকি বোঝা খুবই কঠিন হবে। প্রথ
ফরোয়ার্ডিং দিয়ে ফারুক, মোস্তফা, মনিরকে পাঠা
হয়, যার নম্বর ১৯৭৯। আর ১৯৯৭ নং ফরোয়ার্ডিং দি
পাঠানো হয় লিয়াকত ও বাবুদের। অথ
ফরোয়ার্ডিংয়ের অঙ্কের গরমিলটি হচ্ছে ১৯৭৯
১৯৯৭। প্রথম ফরোয়ার্ডিংটি যে আগেই করা হয়েছি
এবং উপরের নির্দেশে যে পরবর্তীতে ফরোয়ার্ডিং ক
হয়েছে, তা অঙ্কের গরমিল দেখলেই ধরা পড়ে। অঙ্কে
গরমিলটি ভালভাবে লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে পুলিশে
শুভঙ্করের ফাঁকিটি। এই শুভঙ্করের ফাঁকির ফরোয়া
আদালতে পাঠিয়েই তাঁদেরকে শোন এ্যারেস্ট দেখানে
হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, যে খুনের মামল
ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে গ্রেফতার দেখানে
হলো প্রকাশ করে। পরে পুলিশ নিজেই বাদী হ
তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এ তো গেল রম
থানার খুনের মামলার কাহিনী।

ধানমণ্ডি থানার খুনের মামলায় ছাত্রলীগের নেতাদে
জড়ানোর ঘটনা আরও চমকপ্রদ। ধানমণ্ডি থান
তাঁদের দু'টি খুনের মামলায় আসামী করা হয়েছে
একটি খুনের মামলার বিবরণের আংশিক চিত্র তু
ধরলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে পুলিশের ক্ষমত
অপব্যবহারের আলাউদ্দিনের চেরাগটির কেরামতি
ধানমণ্ডি থানাধীন কলাবাগানের বশিরউদ্দিন রোডে রা
অনুমানিক দশটায় তিন যুবক চাপাতি নিয়ে ছিনত
করতে গিয়ে জনগণের হাতে ধরা পড়ে। গণপিটুনিতে
হৃদয় নামে এক ছিনতাইকারী খুন হয়। মামল
এজাহারে জনসাধারণ এবং গণপিটুনিতে হৃদয়ের মৃত্যু
কথা উল্লেখ থাকলেও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদে
কারাগারে আটকাবস্থায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে
এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পুলিশের ক্ষমত
অপব্যবহারের কেরামতিটি? ধানমণ্ডি থানার এক খুনে
মামলায় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে জড়ানোর ইতিবৃ
শোনার পর এবার দ্বিতীয় খুনের মামলার কিঞ্চিৎ চি
তুলে ধরলে ভয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠতে হবে
ধানমণ্ডি থানার দ্বিতীয় খুনের মামলায় আসামী অজ্ঞাত
বাদী পুলিশ। মামলা নং ৭১, তারিখ– ২৮/১১/০১
আসামী অজ্ঞাত ও বাদী পুলিশ হলে কাকে আসাম
করতে হবে তা শুধু হুকুম দিলেই আসামী করতে পা
পুলিশ। ধানমণ্ডি থানার পুলিশ শেষ পর্যন্ত এই খুনে
আসামীবিহীন পুলিশ বাদী হওয়ার মামলা খুজে বে
করে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে মামলায় আসামী কে
শোন এ্যারেস্ট দেখানো হল তাদেরকে কারাগা
আটকাবস্থায়। এমনিভাবে রমনা থানায় আরেক খুনে
মামলায় আসামী বিহীন এজাহারে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে
গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের না